আলী হাসান উসামা

আমাদের আকিদা

আমাদের আকিদা

আলী হাসান উসামা

কালান্তর প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ : জুলাই ২০২৩

© : লেখক

মূল্য : ৳ ৩২০, US $ 15, UK £ 12

প্রচ্ছদ : ইলিয়াস বিন মাজাহার

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা, বাংলাবাজার
ঢাকা। ০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

বইমেলা পরিবেশক
নহলী, বাড়ি-৮০৮, রোড-১১, অ্যাভেনিউ-৬
ডিওএইচএস, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

ISBN : 978-984-97691-8-7

Amader Aqida
by **Ali Hasan Usama**

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
facebook.com/kalantordk
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved

No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

অর্পণ

গ্রন্থটি অর্পণ করছি সে দুজন মহান মনীষীর উদ্দেশে, যাঁদের অবদানে আকিদা বিষয়ে বিস্তৃত অধ্যয়ন, যৎকিঞ্চিত পাণ্ডিত্য অর্জন এবং বৃহৎ পরিসরে কিছু কাজ সম্পাদনের তাওফিক আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন। প্রথমেই আসবে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ হাদিসবিশারদ আল্লামা আবদুল মালিক হাফিজাহুল্লাহর নাম। যাঁর শিষ্যত্ব অর্জনের বিরল সৌভাগ্য ছিল আমার জীবনের অনন্যসাধারণ প্রাপ্তি। যদিও ব্যক্তিগত কিছু জটিলতার কারণে নিসাবের মেয়াদ সম্পন্ন করতে পারিনি; তবু এ কথা নির্দ্বিধ অনস্বীকার্য যে, তাঁর সংস্পর্শে গিয়েই গভীরভাবে আকিদার সাগরে ডুব দিতে শিখেছি। ভাবনার অসংখ্য দুয়ার খুলে গেছে তাঁর একেকটা আলোচনায়। তাঁর দারসে আল *আশবাহ ওয়ান নাজায়ির, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, মানাকিবু আবি হানিফা* ছাড়াও বেশ কয়েকটি কিতাব পড়েছি। দারসের চেয়েও বিষয়ভিত্তিক আলোচনা (মুহাজারা) থেকে অধিক বিষয় সম্পর্কে জানতে পেরেছি। তাঁর অবদানেই টুকটাক তাহকিক (গবেষণা) করতে শিখেছি। ছোট্ট জীবনে আকিদাশাস্ত্রের ভিত্তিও তিনিই গড়ে দিয়েছেন। তাঁর কাছে হাতেখড়ি না হয়ে একাকী অধ্যয়ন শুরু করলে সমূহ আশঙ্কা ছিল সরলপথ থেকে বিচ্যুত হওয়ার। কারণ, আকিদার পথঘাট বড়ই পিচ্ছিল, এর বিষয়গুলো বেশ সংবেদনশীল। নিজের মতো বুঝতে গেলেই পদস্খলনের আশঙ্কা থেকে যায়। আল্লাহ প্রিয় উসতাজকে আমার পক্ষ থেকে এর সর্বোত্তম বদলা দান করুন।

আমি এতই ক্ষুদ্র ও অযোগ্য যে, নিজেকে তাঁর শিষ্য পরিচয় দিতে সংকোচবোধ হয়—পাছে না আমার কারণে তাঁর দিকে কোনো ত্রুটির নিসবত করা হয়। আল্লাহ তাআলা চিরজীবন উসতাজ-ছাত্রের এই মহান, পবিত্র, নিঃস্বার্থ ও সর্বব্যাপী সম্পর্ক স্থায়ী রাখুন। জান্নাতুল ফিরদাউসেও পুনরায় একত্রিত করুন।

দ্বিতীয়ত নিবেদন করছি প্রিয় শায়খ ও মুরশিদ আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরি রাহিমাহুল্লাহর উদ্দেশে। আমার অনূদিত *ইসলামি আকিদা* গ্রন্থের ভূমিকা তিনিই লিখে দিয়েছিলেন। আকিদা নিয়ে বিস্তৃত কাজ করার ব্যাপক আগ্রহ ও নির্দেশনা তাঁর থেকেই পেয়েছি। আমরা কারাগারে থাকতেই তিনি ইনতিকাল করেন। আজ বেঁচে থাকলে এ গ্রন্থের শুরুতেও তাঁর ভূমিকা শোভা পেত। আল্লাহ তাআলা তাঁকে জান্নাতে সুউচ্চ মাকাম দান করুন।

কারাবন্দি থাকার কারণে তাঁর জানাজায়ও শরিক হতে পারিনি। তবু অন্তরে একটাই সান্ত্বনা, প্রজন্ম এ বাস্তবতার সাক্ষী থাকল, হাজারো চক্রান্তের পরও আমৃত্যু শায়খ অধমের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। চিরকাল দুআও করে গেছেন। তাঁর এ অনুগ্রহের বদলা দেওয়া কখনোই সম্ভব নয়। তবে এ গ্রন্থটি যতদিন প্রকাশিত থাকবে, এর সাওয়াব তাঁর আমলনামায় যুক্ত হতে থাকবে, আপাতত এটিই অশান্ত হৃদয়ের জন্য পরম সান্ত্বনা।

আলী হাসান উসামা
মারকাজুল ইমাম আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি রাহ.
আলীপুর, রাজবাড়ী।
২০ জুলাই ২০২৩

প্রকাশকের কথা

আকিদা বা বিশ্বাসের গুরুত্ব এতই যে, ইসলাম তাতে চুলপরিমাণ ছাড় দেয়নি। সুযোগ রাখেনি মনগড়া ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ কিংবা কোনোরূপ বৈজ্ঞানিক, সামাজিক বা বৈশ্বিক তত্ত্ব কপচানোর। নেই কোনো অস্পষ্টতা ও দোদুল্যমানতার সামান্যতম সুযোগ। ফলে কুরআন-সন্নাহে এ বিষয়ে যা এবং যতুটুকু বর্ণিত হয়েছে—মুমিনকে তা অকুণ্ঠ চিত্তে অন্ধভাবে মেনে নিতে হবে এবং এই বিশ্বাসকে ঐশী নির্দেশনার আলোকে বিশুদ্ধ ও সতেজ রাখতে হবে। কারণ, ইসলামের সুবিশাল অট্টালিকা এই 'আকিদা' নামক স্তম্ভের ওপরই দাঁড়ানো। এখানে হেলদোল মানেই ইমানের দুর্বলতার প্রকাশ, যা মুমিনের জীবন ও ভাবনার কোনো স্তর ও অবস্থায় কাম্য নয়।

আকিদা বিশুদ্ধকরণ এবং সঠিক আকিদা লালন—বান্দার প্রতি আল্লাহর প্রথম ও প্রধান নির্দেশনা। ফলে আকিদা পরিশুদ্ধ করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ, আকিদা বিশুদ্ধ না হলে সব আমল বরবাদ হয়ে যায়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন,

> যে ব্যক্তি বিশ্বাসের বিষয় অবিশ্বাস করে (অর্থাৎ, যার ইমান-আকিদা শুদ্ধ নয়), তার সব কাজ অর্থহীন এবং সে আখিরাতে ব্যর্থ-মনোরথ হবে।
> [সুরা মায়িদা : ৫]

আকিদা বিশুদ্ধকরণ এবং যাপন ও উচ্চারণের সমূহ বাঁকে বিশুদ্ধ আকিদা লালন মুমিনের ইহ-পরকালীন সফলতার প্রধান সিঁড়ি এবং একমাত্র পথ, যা থেকে একমুহূর্তও সরে দাঁড়ানোর সুযোগ নেই। আর তাই বিষয়টিকে সর্বাগ্রে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সঙ্গে নিতে হবে। জানতে হবে আকিদা বা বিশ্বাসের ছোট-বড় সমূহ পাঠ। নতুবা ছোটখাটো কোনো উচ্চারণ কিংবা ভাবনা ও বয়ানের ফলে কখন কীভাবে যে ইমান চলে যাবে, টেরও পাওয়া যাবে না।

মুমিনের আকিদার হিমালয়-দৃঢ় ভিতকে দুর্বল করার প্রয়াস চালানো হয়েছে সেই শুরু থেকেই। বাতিলপন্থি অশুভ শক্তি কালে কালে নানা রূপ ও বেশে বিশুদ্ধ আকিদায় ভেজাল ছড়ানোর চক্রান্ত করে আসছে। তা ছাড়া এখন অনলাইনের সুবাদে আকিদা নিয়ে সময়ে সময়ে দেখা দেয় বিতর্ক ও বেড়াজালের নতুন সব মহড়া। তাতে স্পষ্ট এবং সুপ্রতিষ্ঠিত অনেক বিষয়েও সন্দেহ-সংশয় ও প্রশ্ন-তাড়িত হয়ে পড়েন সাধারণ মানুষ।

দীনের যেকোনো বিষয়ে সন্দেহ-সংশয় বা প্রশ্ন জাগলে করণীয় হলো বিজ্ঞ ও গ্রহণযোগ্য কোনো আলিমের শরণাপন্ন হওয়া। কিন্তু আমাদের এই সময় কোথায়! আমরা দিন দিন দুনিয়া নিয়ে এতই ব্যস্ত হয়ে পড়ছি যে, বিয়ে-তালাক এবং মৃত্যুর পর জানাজা ছাড়া আলিমদের সান্নিধ্যে যাওয়ার সময় পাই না। আর কেউ কেউ তো যাওয়ার প্রয়োজনও বোধ করেন না—আমাদের দীনি ভাবনা ও মেজাজ এতই ভোঁতা ও দুর্বল হয়ে গেছে।

সময় ও পরিস্থিতি যখন এমন, তখন গ্রন্থটি দুরাশার বালুচরে ফলদ বৃষ্টির ভূমিকা রাখবে ইনশাআল্লাহ। বিশুদ্ধ আকিদা ধারণ ও লালনের গুরুত্ব এবং সময়ের দীনি এই সংকট-উত্তরণের ভাবনা-তাড়না থেকেই মূলত গ্রন্থটির রচনা ও প্রকাশ। গ্রন্থটিতে আকিদার মৌলিক পাঠগুলো দালিলিকভাবে সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হয়েছে। ফলে বলা যায়, আলিম ও সাধারণ সবারই এ থেকে উপকৃত হওয়ার রয়েছে বিপুল আধার।

লেখক ও দায়ি আলী হাসান উসামার ইলমি সাধনা ও ইসতিদাদের ব্যাপারে পাঠকমহল আশা করি অবগত আছেন। এখানে তাই সে আলোচনায় যাচ্ছি না এবং বলে দেওয়ার গরজ বোধ করছি না তাঁর অনুসৃত আকিদা ও মানহাজের। বরং তাঁর জন্য দুআ চাই আপনাদের কাছে।

গ্রন্থটির ভাষা-বানান ও সার্বিক মানোন্নয়নে আমাকে সঙ্গ দিয়েছেন ইলিয়াস মশহুদ, মুতিউল মুরসালিন ও আলমগীর মানিক। আমরা একে নির্ভুলায়ন ও সহজ-সাবলীলকরণে আন্তরিক চেষ্টায় কসুর করিনি। তবু ছোট-বড় যেকোনো অসংগতি পাঠকের নজরে এলে অবগত করবেন; ইনশাআল্লাহ পরবর্তী মুদ্রণে গুরুত্বের সঙ্গে তা বিবেচনায় নেব। আল্লাহ তাআলা আমাদের মেহনত কবুল করুন। বিশুদ্ধ আকিদা ধারণ ও লালনের পাথেয় হিসেবে সর্বস্তরের সকল পাঠককে গ্রন্থটি পাঠের তাওফিক দান করুন। আমিন।

আবুল কালাম আজাদ
কালান্তর প্রকাশনী
১৫ জুলাই ২০২৩

সূচিপত্র

ভূমিকা # ১৫

প্রথম অধ্যায়

ইমান # ১৭

এক	: শাব্দিক অর্থ	১৭
দুই	: পারিভাষিক অর্থ	১৭
তিন	: ইমানের সঙ্গে আমলের সম্পর্ক	১৮
চার	: ইমানে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে, নাকি সবার ইমান এক স্তরেই থাকে	২১
পাঁচ	: জবুরিয়াতে দীনের গুরুত্ব	২২
ছয়	: মৌখিক স্বীকারোক্তির আবশ্যকতা	২৩
সাত	: নামাজ-রোজা ইত্যাদি কি কোনোভাবেই ইমানের অংশ নয়	২৫
আট	: তাহকিকি ইমান ও তাকলিদি ইমান	২৫
নয়	: কিছু কর্মের কারণেও ইমান নষ্ট হয়	২৫
দশ	: ইমান ও কুফরের ক্ষেত্রে জীবনের শেষ অবস্থা বিবেচ্য	২৬
এগারো	: আমল কবুলের শর্ত	২৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

আল্লাহ # ২৯

এক	: একত্ব	২৯
দুই	: অমুখাপেক্ষিতা	২৯
তিন	: অপরিহার্য অস্তিত্ব	৩০
চার	: চিরঞ্জীব সত্তা	৩১
পাঁচ	: সুন্দর নামসমূহ	৩২
ছয়	: সার্বভৌম ক্ষমতা	৩৩

সাত : নিরঙ্কুশ ইচ্ছা ৩৩
আট : সর্বময় জ্ঞান ৩৫
নয় : শ্রবণ ৩৬
দশ : দর্শন ৩৭
এগারো : কালাম ৩৭
বারো : সৃষ্টি ও অস্তিত্ব দান ৩৯
তেরো : আরশের উর্ধ্বে সমুন্নতি ৪০
চৌদ্দ : তিনি সবার সঙ্গে ও কাছে ৪৫
পনেরো : সকলের রিজিকের দায়িত্ব ৪৭
ষোলো : সকল দোষত্রুটি ও সাদৃশ্য থেকে পবিত্র ৪৮
সতেরো : গোটা সৃষ্টিজগৎ তাঁরই নিয়ন্ত্রণে ৫১
আঠারো : তিনি একীভূত বা অবতারিত হন না ৫২
উনিশ : তাঁর গুণাবলিতে স্তরবিন্যাস নেই ৫৩
বিশ : তিনি পৃথিবীতে দৃশ্যমান নন ৫৩
একুশ : তিনি ইবাদতপ্রাপ্তির একক হকদার ৫৫
বাইশ : বিধান দেওয়ার অধিকার একমাত্র তাঁরই ৫৫
তেইশ : সাদৃশ্যমূলক গুণাবলি ৫৬
চব্বিশ : আল্লাহ তাআলা কর্মেরও স্রষ্টা ৫৮
পঁচিশ : ক্রোধ ও অসন্তুষ্টি ৬০
ছাব্বিশ : প্রজ্ঞা ৬০
সাতাশ : তাঁর ওপর কোনোকিছু আবশ্যক নয় ৬১
আটাশ : সুরা ইখলাসে বর্ণিত আল্লাহ-সংক্রান্ত পাঁচটি মৌলিক আকিদা ৬২

তৃতীয় অধ্যায়

নবি ও রাসুল # ৬৪

এক : নবি ও রাসুলের পরিচয় ৬৪
দুই : নবি ও রাসুলের সংখ্যা ৬৫
তিন : নবিগণ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না থাকা সত্ত্বেও সর্বাধিক জ্ঞানী হন ৬৬
চার : সকল নবির মূল দীন এক; কেবল শরিয়ত ভিন্ন ৬৭
পাঁচ : সকল নবি সফল ৬৭
ছয় : সকল নবির ওপর ইমান আনা আবশ্যক ৬৮
সাত : নবিগণ মাসুম ৬৮

আট : নবিগণের ওপর ইমান আনার বাধ্যবাধকতা ৭০
নয় : নবুওয়াত আল্লাহপ্রদত্ত; চেষ্টাবলে অর্জিত নয় ৭১
দশ : নবিগণের স্বপ্ন ওহি ৭১
এগারো : নবিগণের ইজতিহাদি ভুল ৭২
বারো : নবিগণের স্তরবিন্যাস ৭৪
তেরো : রাসুলের শ্রেষ্ঠত্ব ৭৪
চৌদ্দ : ইসার বিশেষত্ব ৭৭

চতুর্থ অধ্যায়

ফেরেশতা # ৮০

এক : ফেরেশতাদের প্রতি ইমান ৮০
দুই : ফেরেশতাদের শ্রেণিভেদ ৮২
তিন : ফেরেশতারা নারী নাকি পুরুষ ৮৬

পঞ্চম অধ্যায়

আসমানি কিতাব # ৮৯

এক : আসমানি কিতাবের ওপর ইমান ৮৯
দুই : আসমানি কিতাবের মোট সংখ্যা ৯০
তিন : কুরআন পূর্ববর্তী কিতাবসমূহকে রহিতকারী ৯১
চার : তাওরাত, জাবুর, ইনজিল ও সহিফা ৯৩
পাঁচ : কুরআন মাজিদের অনন্যতা ৯৪
ছয় : আল্লাহর কালাম মাখলুক নয় ৯৫

ষষ্ঠ অধ্যায়

কিয়ামত # ৯৬

এক : কিয়ামত সত্য ৯৬
দুই : ইসরাফিলের ফুঁৎকার ৯৮
তিন : হাশরের ময়দান ১০১
চার : আমলনামা ও দাঁড়িপাল্লা ১০৫
পাঁচ : কিয়ামত-দিবসের সাক্ষী ১১০
ছয় : পুলসিরাত ১১১

সাত : কাওসার ১১৩
আট : শাফাআত (সুপারিশ) ১১৭

সপ্তম অধ্যায়

জান্নাত # ১২৬

এক : জান্নাতের প্রতি ইমান ১২৬
দুই : কাফির-মুশরিকরা কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না ১২৭
তিন : জান্নাত আমলের বদলা, নাকি আল্লাহর অনুগ্রহ ১২৮
চার : জান্নাতে রবের দিদার (দর্শন) ১২৮
পাঁচ : কিয়ামতের আগে জান্নাতে প্রবেশ করা কি সম্ভব ১২৯

অষ্টম অধ্যায়

আরাফ # ১৩৩

নবম অধ্যায়

জাহান্নাম # ১৩৬

এক : জাহান্নামের ওপর ইমান ১৩৬
দুই : জাহান্নামে প্রবেশকারীদের মধ্যে শ্রেণি-বিভাজন ১৩৮

দশম অধ্যায়

বারজাখ ও কবরের আজাব # ১৪০

এক : বারজাখ কী ১৪০
দুই : বারজাখের শাস্তি জিন ও মানুষ ছাড়া সকল প্রাণী শুনতে পায় ১৪১
তিন : রুহেরও কি মৃত্যু হয় ১৪২

একাদশ অধ্যায়

হায়াতুন নবি # ১৪৩

দ্বাদশ অধ্যায়

তাকদির # ১৪৬

এক : তাকদির কী ১৪৬

দুই : তাকদির অস্বীকার করার হুকুম ১৪৭
তিন : তাকদির লিপিবদ্ধ থাকলে আমলের দরকার কী ১৪৮

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সাহাবি # ১৫০

এক : সাহাবির পরিচয় ১৫০
দুই : সাহাবিদের শ্রেষ্ঠত্ব ১৫০

চতুর্দশ অধ্যায়

মুজিজা ও কারামত # ১৫৩

এক : মুজিজার পরিচয় ১৫৩
দুই : মুজিজার ওপর ইমান ১৫৩
তিন : কারামত ১৫৪

পঞ্চদশ অধ্যায়

কিয়ামতের মৌলিক নিদর্শনাবলি # ১৫৬

এক : দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ ১৫৭
দুই : ইসা আ.-এর অবতরণ ১৫৮
তিন : ইয়াজুজ-মাজুজের আগমন ১৫৮
চার : ধোঁয়া ১৬১
পাঁচ : পশ্চিমাকাশে সূর্যোদয় ১৬১
ছয় : বিশেষ জন্তু ১৬৩
সাত : ভূমিধস ১৬৩
আট : আগুন ১৬৪

ভূমিকা

অনলাইনের সুবাদে আকিদা নিয়ে সমাজে বিতর্ক আবারও বেড়েছে। ভেজাল আকিদার ভিড়ে সহিহ আকিদা কেমন যেন হারাতেই বসেছে। বাতিলপন্থিদের একপাক্ষিক প্রচারণা দেখে অনেক সাধারণ মুসলিমের মনেও সংশয় ধরে গেছে। পরিস্থিতি বিবেচনায় এবং অনেক শুভাকাঙ্ক্ষীর একান্ত অনুরোধে আকিদার মৌলিক পাঠগুলো দালিলিকভাবে সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরলাম। গ্রন্থটি থেকে আলিম, তালিবুল ইলম ও জেনারেল এডুকেটেড সকলেই উপকৃত হতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। গ্রন্থে যথাসম্ভব কুরআন-সুন্নাহর দলিল উপস্থাপনের প্রতিই অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। দুয়েক জায়গা ছাড়া ইমাম, সালাফ বা আকাবিরের বক্তব্য তেমন আনা হয়নি। কারণ, আকিদা অকাট্য বিষয়; এর জন্য অকাট্য দলিলেরই প্রয়োজন হয়। ব্যক্তির বক্তব্যকে বেশি হাইলাইট করলে এর জবাবে বাতিলপন্থিরা আরও কিছু ব্যক্তি এনে হাজির করে। প্রত্যেক ঘোড়াই হোঁচট খায়, ইলমের ময়দানের সকল শাহসওয়ারেরই কম-বেশি বিচ্যুতি থাকে। এখন সেই বিচ্যুতিগুলোকে কেউ দলিল বানালে ইসলামের আসল রূপই তো বিকৃত হয়ে যাবে। এ কারণে ফিতনার জামানায় মূলে ফেরা দরকার। মূলে ফেরার দাওয়াতকেই বেশি হাইলাইট করা দরকার।

পাঠকের প্রতি গ্রন্থটি একাধিকবার পড়ে যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করার অনুরোধ থাকবে। শুরুর দিকের পাঠগুলো খানিকটা জটিল মনে হতে পারে; বাকিগুলো একেবারেই সহজ ও সাবলীল মনে হবে, যেখানে নিজের কথা একেবারে কম, কুরআন-সুন্নাহর হুবহু ভাষ্যই বেশি। শুরুর দিকের জটিল পাঠগুলো কয়েকবার পড়লে এবং পারস্পরিক মুজাকারা (আলোচনা) করে নিলে এগুলোও একেবারে সহজ হয়ে যাবে।

গ্রন্থটি যারা পড়বেন, তারা অন্যদের কাছে এর বার্তা অবশ্যই পৌঁছে দেবেন। সহিহ আকিদার প্রসারে সকলে সাধ্যমতো সর্বোচ্চ অবদান রাখবেন। আর যেকোনো অসংগতি দৃষ্টিগোচর হলে ব্যক্তিগতভাবে অবশ্যই আমাকে অবগত করবেন; পরবর্তী সংস্করণে

শুধরে নেওয়া হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ এ গ্রন্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে কবুল করুন। জান্নাতুল ফিরদাউসে সর্বোচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করুন।

আলী হাসান উসামা
মারকাজুল ইমাম আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি রাহ.
আলীপুর, রাজবাড়ী।
২০ জুলাই ২০২৩

প্রথম অধ্যায়

ইমান

এক. শাব্দিক অর্থ

ইমানের শাব্দিক অর্থ সত্যায়ন করা, নিরাপত্তা দেওয়া, নির্ভরতা ও ভরসা রাখা এবং কাউকে সত্যবাদী মনে করে তার কথার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা ইত্যাদি।[১] ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা রাহ. লেখেন,

الإيمان تصديق السامع للمخاطب واثقا بأمانته معتمدا على ديانته.

ইমান হলো শ্রোতা কর্তৃক বক্তাকে তার আমানতদারির প্রতি আস্থা রেখে এবং তার দীনদারির ওপর নির্ভর করে সত্যায়ন করার নাম।[২]

দুই. পারিভাষিক অর্থ

ইমাম আনওয়ার শাহ কাশমিরি রাহ. লেখেন,

الإيمان هو التصديق بكل ما جاء به رسول الله ﷺ وإن لم يكن متواترا، والتزام أحكامه، والتبرؤ من كل دين سواه.

ইমান হলো রাসুল ﷺ যা কিছু নিয়ে এসেছেন, তা সত্যায়ন করা—যদিও তা 'মুতাওয়াতির'[৩] না হয় এবং ইসলামের প্রতিটি বিধান আবশ্যিকভাবে মেনে নেওয়া আর ইসলাম ছাড়া অন্য সব মতবাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা।

---

১ *লিসানুল আরব*, 'ইমান' শব্দ দ্রষ্টব্য।

২ *ফায়জুল বারি* : ১/৪৬।

৩ ধারাবাহিকভাবে বিপুলসংখ্যক বর্ণনাকারী কর্তৃক বর্ণিত বিষয়কে মুতাওয়াতির বলে। এটি হলো এমন বর্ণনা, যার সনদের (বর্ণনাসূত্র) শুরু থেকে শেষ অবধি সকল স্তরে এত বিপুলসংখ্যক বর্ণনাকারী থাকেন যে, তাঁদের মিথ্যার ওপর ঐকমত্য পোষণ করা অকল্পনীয়। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে মুতাওয়াতিরভাবে বর্ণিত বিধিবিধানের আইনগত অবস্থান কুরআনে বর্ণিত আইন-বিধানের সমান। এটি সুনিশ্চিত জ্ঞান (ইয়াকিন) প্রদান করে এবং মুতাওয়াতির বর্ণনার মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞান ইন্দ্রিয়ানুভূতির মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানের সমান।

অর্থাৎ, মুমিন হওয়ার জন্য শুধু মুতাওয়াতির ও অকাট্য বিষয় মেনে নেওয়াই যথেষ্ট নয়; বরং রাসুল ﷺ আনীত প্রতিটি বিষয়ই সত্যায়ন করা ও মেনে নেওয়া একান্ত অপরিহার্য। তবে কাউকে কাফির বলার জন্য সে কোনো মুতাওয়াতির বা অকাট্য বিষয় অস্বীকার করা জরুরি। এ কারণে অনেক আকিদাবিশেষজ্ঞ আলিম ইমানের সংজ্ঞায় অকাট্য বিষয় সত্যায়ন করার কথা যুক্ত করেছেন। বলা বাহুল্য, অকাট্য বিষয়ের সম্পর্ক ইমান আনার সঙ্গে নয়; বরং কাউকে কাফির বলে ফাতওয়া দেওয়ার সঙ্গে।[৪]

রাসুল ﷺ-এর হাদিসেও সত্যায়ন করাকে ইমানের সমার্থক হিসেবে ব্যবহারের নজির রয়েছে। আনাস ইবনু মালিক রা. বর্ণনা করেন; রাসুল সা. বলেছেন,

أَنَا أَوَّلُ شَفِيعٍ فِي الْجَنَّةِ، لَمْ يُصَدَّقْ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مَا صُدِّقْتُ، وَإِنَّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيًّا مَا يُصَدِّقُهُ مِنْ أُمَّتِهِ إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ.

আমি জান্নাতের ব্যাপারে প্রথম সুপারিশকারী। কোনো নবিকে এতটা সত্যায়ন করা হয়নি, যতটা সত্যায়ন আমাকে করা হয়েছে। নবিগণের মধ্যে এমন নবিও রয়েছেন, যাঁকে তাঁর উম্মাতের মাত্র একজন লোক সত্যায়ন করেছে।[৫]

তিন. ইমানের সঙ্গে আমলের সম্পর্ক

ইমাম আনওয়ার শাহ কাশমিরি রাহ. লেখেন,

এ বিষয়ে চার ধরনের মত রয়েছে :

১, ২. খারিজি ও মুতাজিলা গোষ্ঠী বলে আমল ইমানের অংশ। তাদের মতানুসারে যারা আমল ছেড়ে দেয়, তারা ইমান থেকেও বেরিয়ে যায়। তাদের মধ্যে অবশ্য একটি বিষয় নিয়ে মতভেদ রয়েছে। খারিজিরা এ ধরনের ব্যক্তিকে কাফির বলে ঘোষণা দিয়েছে আর মুতাজিলারা সরাসরি কাফির না বলে ইমান ও কুফরের মধ্যবর্তী এক স্তরে অধিষ্ঠিত বলে ঘোষণা করেছে।

৩. মুরজিয়ারা বলে আমলের প্রয়োজন নেই; স্রেফ সত্যায়নই মুক্তির উপায়। অর্থাৎ, খারিজি ও মুতাজিলারা রয়েছে প্রান্তিকতার এক পাশে; আর মুরজিয়ারা রয়েছে ঠিক তার বিপরীত পাশে।

---

[৪] ফায়জুল বারি : ১/১৪৩।

[৫] সহিহ মুসলিম : ১৯৬।

৪. আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অবস্থান হলো এ দুয়ের মাঝামাঝি। তাদের বক্তব্য, আমল ছাড়া কোনো গতি নেই; তবে আমল তরককারী ফাসিক হলেও কাফির নয়। তাঁরা খারিজিদের মতো কঠোরতা করে বাড়াবাড়িও করেননি; আবার মুতাজিলাদের মতো চরম শিথিলতার পরিচয় দিয়ে ছাড়াছাড়িও করেননি। তবে তাঁদের মধ্যেও একটি বিষয় নিয়ে মতভেদ রয়েছে যে, অধিকাংশ মুহাদ্দিসের মত হলো, ইমান আমলের সমন্বয়ে গঠিত। আর ইমাম আবু হানিফা রাহ.-সহ অধিকাংশ ফকিহ ও আকিদাবিশেষজ্ঞের মত হলো, আমল ইমানের হাকিকতের অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে এ নিয়ে উভয় দলের ঐকমত্য রয়েছে যে, সত্যায়ন না থাকলে ব্যক্তি কাফির হয় আর আমল ছেড়ে দিলে ফাসিক হয়। সুতরাং মতবিরোধ শুধু উপস্থাপনে। কারণ, সালাফ মুহাদ্দিসরা যদিও আমলকে ইমানের অংশ বানিয়েছেন; কিন্তু তা অবিদ্যমান থাকলে ইমানকে নাকচ করেননি; বরং তাদের দৃষ্টিতেও আমল না থাকা সত্ত্বেও ব্যক্তির ইমান বাকি থাকে।'[৬]

তিনি আরও বলেন,

আমলের ব্যাপারে ইমান শব্দের প্রয়োগ অস্বীকারের কোনো সুযোগ নেই। কারণ, এ ব্যাপারে বিপুল পরিমাণ হাদিস বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু কুরআনের শৈলী আবার এর বিপরীত। এ থেকে বোঝা যায়, ইমানের হাকিকত হলো সত্যায়ন করা; আমলকে এর হাকিকতের অংশ বিবেচনা করার প্রয়োজন নেই। কারণ, আল্লাহ তাআলা কুরআনে যখনই ইমানের কথা উল্লেখ করেছেন, তখনই সেটাকে অন্তরের দিকে সম্পর্কিত করেছেন।[৭] আর বলা বাহুল্য, অন্তরের কাজ শুধু সত্যায়ন করা।[৮]

আরবজাতি অতীতেও ইমান শব্দ দ্বারা সত্যায়ন অর্থ বুঝত। কুরআনেও এই অর্থে ইমান শব্দের ব্যবহার এসেছে।[৯] শরিয়ত এ শব্দটিকে তার মূল অর্থ থেকে সরিয়ে অন্য অর্থে ব্যবহার করেছে, এমনও প্রমাণ নেই। সুতরাং শব্দটি তার মূল অর্থেই বহাল থাকবে।[১০]

তা ছাড়া আমল যদি ইমানের হাকিকতের অংশই হতো, তাহলে কোনো একটি বিষয়ের সত্যায়ন ছেড়ে দিলে যেমন মানুষ কাফির হয়ে যায়, যেকোনো আমল ছেড়ে দিলেও

---

[৬] *ফায়জুল বারি* : ১/১২৮-১২৯।

[৭] যেমন, সুরা মুজাদালা : ২২; সুরা মায়িদা : ৪১।

[৮] *ফায়জুল বারি* : ১/১৩১।

[৯] যেমন, সুরা ইউসুফ : ১৭।

[১০] এই যুক্তিটি ইমাম বাদরুদ্দিন আইনি রাহ. *উমদাতুল কারি* : (১/১৬৭) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।